প্রথম আলো
10 NOV 2013
20 ১

জেএসসি পিএসসি বার্ষিক ও ভর্তি পরীক্ষার্থীরা সংকটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঘন ঘন হরতাল ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্লাস-পরীক্ষা পিছিয়ে সংকটের মুখে পড়েছে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থী।

এই মুহূর্তে বিপাকে পড়েছে চলমান জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার প্রায় ১৯ লাখ শিক্ষার্থী। বিরোধী দলের ডাকা হরতালের কারণে গত সপ্তাহে এক দফায় পরীক্ষা পেছানোর পর আবার ১০, ১১ ও ১২ নভেম্বরের পরীক্ষা পেছাতে হয়েছে।

'ও' এবং 'এ' লেভেলের পরীক্ষার্থীরাও পড়েছে সংকটে। দেশের পরীক্ষা পরিবর্তন করে অন্য সময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হলেও সারা বিশ্বে একই সময়ে অনুষ্ঠিত 'ও' এবং 'এ' লেভেলের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হরতালের কারণে ইতিমধ্যে রাজশাহী ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা

- সারা দেশের চার কোটি শিক্ষার্থী বিপাকে
- হরতালের কারণে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা দুই দফা পেছানো হয়েছে
- আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বই দেওয়া নিয়েও শঙ্কা

ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ার আশঙ্কা করছেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা। তাঁরা জানিয়েছেন, আগামী বছরের বই এখন উপজেলা পর্যায়ে পাঠানোর কাজ চলছে। কিন্তু হরতালের কারণে তা ঠিকমতো পৌঁছানো যাচ্ছে না। ফলে আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বই দেওয়া নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন 'পুরো শিক্ষাব্যবস্থা সমস্যার মুখে পড়েছে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর পরীক্ষার মাস। কিন্তু এই সময়েই শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ আমরা সবাই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছি। বারবার অনুরোধ করার পরও তাঁরা (বিরোধী দল) আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা ভাবছে না। কিন্তু আমরা শিক্ষার্থীদের হিংস্রতার মুখে ঠেলে দিতে পারি না। এ জন্য চাপের মুখে পরীক্ষা পেছাতে হচ্ছে।'

গত এক বছরের শিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি বছরের শুরু থেকেই ঘুরেফিরে রাজনৈতিক

হরতালের কারণে বছরের শুরু বই দেওয়ার এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

ভর্তি পরীক্ষার্থীরা সংকটে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অস্থিরতায় ভরা ছিল। ফলে শুরু থেকেই শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারেনি। অস্থিরতার মধ্যে গত ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। তখন হরতালের কারণে এসএসসিতে ছয় দিনের পরীক্ষা পেছাতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এরপর এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষাও, আট দিন পেছানো হয়।

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা: গত ৪ নভেম্বর থেকে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শুরুর দিনেই হরতাল ডাকে বিরোধী দল। ৪ নভেম্বর থেকে টানা তিন দিন হরতালের কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে ৭ নভেম্বর থেকে শুরু করা হয়। আর ৪ ও ৬ নভেম্বরের পরীক্ষার সময়সূচি পিছিয়ে গত শুক্র ও গতকাল শনিবার করা হয়। কিন্তু এর মধ্যে আবার আজ রোববার থেকে হরতাল ডাকে বিরোধী দল। প্রথম হরতাল ঘোষণা করা হয় ১০, ১১ ও ১২ নভেম্বর। এই অনুযায়ী গতকাল বেলা ১১টার দিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এই তিন দিনের পরীক্ষা পিছিয়ে নতুন তারিখ ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ১০ নভেম্বরের পরীক্ষা ১৪ নভেম্বর, ১১ নভেম্বরের পরীক্ষা ১৬ নভেম্বর এবং ১২ নভেম্বরের পরীক্ষা হবে ২১ নভেম্বর।

কিন্তু এই তারিখ পরিবর্তনের পরপরই বিএনপির পাঁচ নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৩ নভেম্বর হরতাল ডাকে বিরোধী দল। জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তাসলিমা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, '১৩ নভেম্বরের পরীক্ষার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। পরে জানানো হবে।'

জেএসসি পরীক্ষা ২০ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা। ওই দিন থেকেই পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। শেষ হবে ২৮ নভেম্বর। অন্যদিকে ২১ নভেম্বর থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিকের বার্ষিক পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করার অনুরোধ করেছে। কিন্তু তা নিয়েও সবাই উদ্বেগের মধ্যে আছে।

পেছাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সারা দেশে আড়াই হাজার কলেজে প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। হরতাল ও অস্থিরতায় তাঁরাও পিছিয়ে পড়ছেন।

গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, স্থগিত হওয়া পরীক্ষার মধ্যে ১০ নভেম্বরের সম্মান প্রথম বর্ষ, ১১ নভেম্বরের বিবিএ তৃতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সেমিস্টার, ১২ নভেম্বরের এমবিএ দ্বিতীয় সেমিস্টার ও ১১ নভেম্বরের ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) পার্ট-১-এর প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষার নতুন সময়সূচি ১৪ নভেম্বর। আর ১০ নভেম্বরের ইসিই পার্ট-৪-এর অষ্টম সেমিস্টারের পরীক্ষা হবে ১৫ নভেম্বর।